নো ওয়ান এবাভ দ্য ক্রাইম

ড. নার্গিস আক্তার বানু

প্রবন্ধটির শিরোনাম দেখে হতচকিত হবারই কথা। আজ-কাল যেখানে প্রায়শঃই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মুখে আওড়াতে শুনি - নো ওয়ান এভাব দ্য ল, সেখানে উপরোক্ত শিরোনামটি কানে কেমন যেন বেজে উঠে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিশ্লেষন করলে শিরোনামটি আর অপরিচিত বা বেখাপ্পা মনে হবে না। তবে তার আগে আইন বিষয়ে দুটি কথা না বললেই নয়। আইন কি - Law is a system of social rules usually enforced through a set of structured institutions। আইন প্রাত্যহ জীবন এবং সমাজকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। আমাদের অধিকার এবং দায়িত্ববোধকে সঠিকভাবে সুচারুরূপে নিয়ন্ত্রন করার জন্য প্রতিটি সভ্য সমাজে আইনের ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে সেটি কোন ভাবেই কারোর মনে বা সমাজে ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্য তৈরি করা হয়নি। অর্থাৎ অল্প কথায় যা দাড়ায়, আইন ব্যাতিত যেকোন সমাজের কোন স্ট্রাক্চার থাকবে না সেটি আর নতুন কথা কি। প্রশ্নটি হল, আইনের সঠিক প্রয়োগ সর্বস্তরে নিশ্চিত করাটাই মূখ্য যাতে কোন নিরপরাধ ব্যক্তি ভুলবশতঃ সাজা পেয়ে না যায়। অথচ আমাদের দেশে আইনকে নিজের স্বার্থে ব্যবহারের জন্য কর্তাব্যক্তিরা স্মরন করিয়ে দেন, কেউই আইনের উর্ধে নয়। ঠিক যেন 'ঠাকুর ঘরে কে রে, আমি কলা খাইনি' - এই প্রবাদটির মত। আইনের চোখে অন্যায়কারী অপরাধী, সেখানে উর্ধে বা নিম্নে বলতে কিছু নেই। তবে কি ঠাকুর ঘরের কলা চোরের মত নিজের অপরাধ ধামাচাপা দেয়ার লক্ষ্যে সেটি বলে থাকেন?

সম্প্রতি দেশের জনগনকে একটি অতীব সুন্দর, মনোরম, ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য্য ভরা অভিনব দেশ উপহার দেয়ার জন্য কতিপয় স্বপ্নভিলাষী লোকের অক্লান্ত পরিশ্রম দেখে মনে হয়, শেষে আবার নবরূপে সজ্জিত আমার মাতৃভূমির নামটি পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে না পড়ে। সত্যিই দেশটি যেন অভাগী। ভুখন্ডটি ভাগাভাগীর আগে ও পরে যত শাসকরাই এসেছেন না কেন, সবাই আইনকে তার আপন গতিতে চলতে না দিয়ে ব্যবহার করেছেন নিজের স্বার্থে। সময় ও ব্যক্তিভেদে কৌশলের পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। যেমন ধরুন, দেশের বর্তমান সরকার জনগনকে দুর্নীতি দমনের প্রলোভন দেখিয়ে সরকারের আইনগত দিক দিয়ে মেয়াদকাল শেষ হওয়া সত্বেও এখনও ক্ষমতায় আছেন। শুধু তাই নয়, বিগত নির্বাচিত সরকারের প্রধান থেকে শুরু করে দেশের জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দের কোন না কোন অপরাধ দেখিয়ে জেলে রাখা হয়েছে। গ্যাটকো ঠিকাদারী প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অজুহাতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে এরেস্ট করে সেই মামলাটি আবার জরুরী ক্ষমতা আইনের অধীনে বিচারাধীন করা এবং পরবর্তীতে উনার জামিন রায় হাইকোর্টের মাধ্যমে স্থগিতাদেশ করা কি আইনের অপব্যবহার নয়? সবচেয়ে মজার ব্যপার হল, দেশের সবার কাছে সেরা দুর্নীতিবাজ বলে যারা পরিচিত ছিলেন, তাদেরকে নিয়েই সরকার দুর্নীতি বিনাশের লক্ষ্য অর্জনের কাজ করে যাচ্ছেন। সেরা এই দুর্নীতিবাজরা এখন স্পাইং এজেন্ট

হিসেবে কর্মরত আছেন যা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ ও ন্যাক্কারজনক। রাতের অন্ধকারে সেই সব লোকদের দিয়ে দল ভাংগার কাজ অব্যাহত রেখেছেন। আদশ্যবান নেতাদের সাদা কাগজে সই করতে বাধ্য করার চেষ্টা কি আইন বহির্ভূত নয়? এইতো কিছুদিন আগে সরকারের সকল নিয়মনীতিকে বৃদ্ধাংগুলি দেখিয়ে সুশীল সমাজের মোড়ল দেবপ্রিয় বাগিয়ে নিয়েছেন আন্তর্জাতিক পদবি। নির্বাচিত সরকার হলে কি সেটি উনি পেতেন? সিডিপি, মানুষের জন্য আরও কতকি নামে জনগনের দৃষ্টি কাড়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জনগন সেটি আমলই দেয়নি।

আইন প্রয়োগকারীদের হাতে আইনের শাসনের অপমৃত্য ঘটার আরো অনেক মজার ঘটনা ঘটে যাচ্ছে বাংলাদেশে। কয়েক দিন আগে আইন উপদেষ্টা জনাব মইনুল হোসেন নির্লজ্জের মত বলেই ফেললেন, উনারা চেয়েছিলেন দুই নেত্রীকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিতে। অথচ সেই ব্যক্তিটিই দুই নেত্রীকে আটক করার পূর্বমূহুর্ত পর্যন্ত শুধু দেশে নয়, বিদেশীদের কাছেও বক্তব্য দিয়ে বেড়িয়েছেন, দেশের বাইরে দুই নেত্রীকে পাঠানোর সরকারের তরফ থেকে কোন চাপ নেই। সারা জীবন জেনে এসেছি ঘুষ গ্রহন ও প্রদান দুটি সমান অপরাধ। ঘুষ হল ক্যান্সারের মত মারাত্বক একটি সামাজিক ব্যাধি যা মানুষকে অমানুষে পরিণত করে। অথচ এখন শুনলাম, ঘুষ কোন সমস্যা ও অপরাধ নয়। আমার আম্মা একটি কথা বলতেন, এক বুড়ি আরেক বুড়ির নানীশ্বাশুরি। কথাটি মনে পড়ে গেল অনেক কারনে। বিরোধীদলের দাবীকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার আসার পরই বিগত সরকারের (চার দলীয়) নিয়োগকৃত বড় বড় পদের প্রায় সবাইকে ইতিমধ্যে সরানো বা চাকুরীচ্যুত করা হয়েছে, কেননা সেসব নিয়োগ নাকি অবৈধ ছিল। তাহলে সেই সুত্রানুযায়ী মইন উ আহমদকে সেনা প্রধান নিয়োগটিও অবৈধ নয়কি? আমাদের সেনা প্রদানের কি উচিত নয় সেই পদবিটি থেকে সরে নিজের যোগ্যতা ও পজিশন অনুযায়ী যেখানে থাকার কথা সেখানে থাকা? বিদেশী অনুদানের লোভ সম্ভরন করা মনে হয় খুব কঠিন কাজ। আর সে কারনেই হয়তো আমরা রাজনীতিতে কিছুটা শিথিলতা দেখতে পেয়েছি। হাস্যকর হলেও সত্য, সেই শিথিলতা আবার দেশের সর্বত্র ও সর্বস্তরে প্রয়োগযোগ্য নয়। কিন্তু এখানেও শেষ নয়। শহরকেন্দ্রিক রাজনীতি করার অনুমতির পেছনেও রয়েছে দৈতনীতি যাকে আইনের ভাষায় অবৈধ ও অনিয়মতান্ত্রিক বলা যায়। অর্থাৎ অন্যসব রাজনৈতিক দলের অফিস খুলে দিলেও বিএনপি-র অফিসে এখনও তালা ঝুলছে। তবে এটি বুঝতে কারোরই অসুবিধা হচ্ছে না যে এই দলটির আকার ও জনপ্রিয়তা বিরোধী দল থেকে শুরু করে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় স্বপ্নবিভোরদের জন্য হুমকিস্বরূপ। তবে কি অন্য সব ক্ষমতা লোভিদের দুর্নীতিবাজ কিংবা অসৎ বলা তাদের শোভা পায়? আর তখনই মনে হয়, আমরা কেউই কি ক্রাইমের বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছি? ক্ষমতার অপব্যবহার কে না করছেন।

স্বরযন্ত্রকারী, দুর্নীতিবাজ, লম্পট, চাটুকার, ক্ষমতালোভী কিংবা অসৎ লোকদের কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করা অবান্তর। যুগে যুগে এদের মুখোশটির পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী দেশ কে না চায়? তবে এর জন্য দরকার আইনের শাসন ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। যে জাতি কোন নীতির মধ্যদিয়ে বেড়ে উঠেনি, তাদেরকে হঠাৎ করে নীতির মাঝে ফেলা সেটি যেমন কল্পনাপ্রসূত, তেমনি আবার উদ্দেশ্য প্রনোদিত বলে প্রতিয়মান হওয়াটা দোষের কিছু নয়। শুধু আদালতের খবরদারী আলাদা হলেই যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হবে সেটি বিশ্বাস করা কঠিন। কেননা, বিচারকদের ন্যায় বিচারের মানসিকতা ও বাধ্যতা নিশ্চিত না হলে একই মানুষের কাছ থেকে কি এমন চমকপ্রদ বিচারকার্য সম্পাদিত হবে সেটি হয়ত সময়ই একদিন বলে দেবে। বড় বড় বুলি নয়, দেশকে সঠিক পথে নিতে হলে দেশকে ভালবেসে বসে থাকলে চলবে না। বিদেশী আগ্রাসন বা খবরদারী থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। আর বাংলাদেশের জনগনের দ্বারা সেটি করা কোন কঠিন বিষয় নয়। কেননা, এ জাতির জন্ম হয়েছে শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমানের কণ্ঠ শুনে। তার সাথে বেগম খালেদা জিয়ার পরম ভালবাসায় সিক্ত এই জাতিকে ঘুমন্ত শিশু ভেবে যারা ক্ষমতার পায়তারা করছে, তাদের স্বপ্ন কোনদিনও পূরন হবে না। দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব রক্ষাত্বে ঝাপিয়ে পড়ার আবার সময় এসেছে। দশ মাসে যেমন একটি শিশু পূর্ণতা পায় মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিস্ট হওয়ার, তেমনি অন্যায় ও ঝুলুমের বিরুদ্ধে জনজাগরনের ভূমিস্ট হওয়ারও সময় হয়েছে। অন্যায় ও ঝুলুমকারীদের ভাবা উচিত, 'এই দিন দিন নয় আরো দিন আছে, এই দিনকে নিবে তুমি সেই দিনের কাছে'।

সিড্নী, ২রা নভেম্বর ২০০৭